দৈনিক বাংলা

তারিখ 17 JUL 1993
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

৩৩টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ টাঙ্গাইল, ১৬ জুলাই।– টাঙ্গাইলসহ দেশের ৬টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ও ২৭টি উইভিং স্কুলের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ইনস্টিটিউটগুলোতে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়নি। এছাড়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে না নেয়ায় তা নানা সমস্যায় ভুগছে।

বৃটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত দেশের ৬টি স্থায়ী উইভিং স্কুল দীর্ঘদিন ধরে আর্টিজেন সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করে আসছিল। উইভিং স্কুলে দুই বছর প্রশিক্ষণ দিয়ে সার্টিফিকেট দেয়া হতো। দেশের বাকী ২৭টি অস্থায়ী উইভিং স্কুলে এক বছরের শর্ট কোর্স চালু ছিল। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সরকার ১৯৮০ সনে দেশের ৬টি স্থায়ী উইভিং স্কুলকে টেক্সটাইল ইনস্টি-টিউটে উন্নীত করে। এই টেক্সটাইল ইনস্টি-টিউটগুলোতে দুই বছরের টেক্সটাইল সার্টি-ফিকেট কোর্স চালু করা হয়। ১৯৮০ সনে ঢাকার তেজগাঁও-এ দেশের একমাত্র টেক্স-টাইল ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করায় টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটগুলোতে এই কোর্স প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু এই টেক্সটাইল সার্টিফিকেট কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর অনুমোদন না করায় তা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। ইনস্টিটিউটগুলোতে দীর্ঘদিন তত্ত্বাবধায়ক ছিল না ও ৬০ ভাগ শিক্ষকের পদ ছিল শূন্য। উপকরণ এবং দক্ষ পরিচালনার অভাবে ৩৩টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

পরে ১৯৯০ সনে দেশের ৬টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ও ২৭টি উইভিং স্কুলকে কারি-গরি শিক্ষা অধিদফতরের আওতাভুক্ত করে। ফলে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসে। ছাত্রছাত্রীদের ক্রমান্বয়ে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী মানের পরীক্ষার সুযোগ দেয়ার কথাও বিবেচনা করা হয়। চালু করা হয় উন্নতমানের কোর্স।

যে মুহূর্তে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলোতে নবউদ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে এবং সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে এসেছে ঠিক সেই মুহূর্তে অজ্ঞাত কারণে পুনরায় বস্ত্র পরি-দফতরের কাছে এর পরিচালনা ভার ন্যস্ত করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পুরনো সমস্যা আবার দেখা দেয়।